ইত্তেফাক

তারিখ ... 29 JUN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

শিক্ষাঙ্গনে মাদকের ছোবল

॥ আবুল খায়ের ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা আশংকাজনক হারে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মেধাবী ছাত্রীর পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ইত্তেফাককে জানান, তার কন্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। মাদকাসক্ত সহপাঠী ও বান্ধবীদের সঙ্গে থেকে তার কন্যাও হেরোইনে আসক্ত হয়ে গেছে। লেখাপড়া বন্ধ এবং তাকে বাসায় ঘুমন্ত অবস্থায় সব সময়ে ফেলে রাখতে হয়। শুধু এখানে শেষ নয়, তার ২ ছেলে ও ২ মেয়েসহ পরিবার এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। হেরোইনে আসক্ত কন্যাকে রক্ষা করতে গিয়ে অবসরপ্রাপ্ত এই কর্মকর্তা সর্বস্ব খুইয়েছেন।

কান্না বিজড়িত কণ্ঠে এই অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা— সর্বনাশা মাদকের ভয়াবহ ছোবলে তার কন্যার মত বহু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী অকালে ঝরে পড়ছে। এই ছোবল থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষা করার এবং মাদকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার জন্য সরকারসহ সকল পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মাদকাসক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে অভিভাবকরা চরম উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের ভিতরে রয়েছেন। মাদকাসক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অভিভাবক ইত্তেফাকে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাস এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বেচাকেনা ও সেবন করার করুণ কাহিনী তুলে ধরেন। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে ফেনসিডিল, হেরোইন, গাঁজাসহ মাদকদ্রব্য ব্যাপক হারে বেচাকেনা চলছে। উদাসীনতা, বিষণ্ণতা, কৌতূহলবশত ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা মাদকের দিকে ব্যাপক হারে ঝুঁকে পড়ছে বলে অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীরা জানান।

মাদকাসক্ত এক ছাত্রী ইত্তেফাককে জানায়, সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। লেখাপড়ায় মেধাবী হিসাবে শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিকট

(২য় পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এই স্থানে সন্ধ্যার পর নিত্যদিন বসে

—ইত্তেফাক

শিক্ষাঙ্গনে মাদকের

(প্রথম পৃঃ পর)

পরিচিত। মাত্র এক বছর পূর্বে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহপাঠীর বাসায় পড়ে কৌতূহলবশত সিগারেট টান দেয়। মুহূর্তে তার মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। হলে গিয়ে কয়েকবার সে বমি করে। এরপর থেকে ঐ সহপাঠীর নিকট গিয়ে ধূমপান করার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ে। তার সহপাঠী হেরোইনে আসক্ত। সিগারেটের মধ্যে হেরোইন মেশানো ছিল। এই সিগারেট একবার টান দিয়ে সে হেরোইনে আসক্ত হয়ে পড়ে। এখন তার লেখাপড়া বন্ধ এবং পিতা-মাতা, ভাই-বোন সবার থেকে সে বিচ্ছিন্ন। এখন একমাত্র হেরোইনই তার সাথী।

ছাত্রীবেশে এক শ্রেণীর তরুণী কিংবা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী সেজে মাদক ব্যবসায়ীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবাধে বিক্রি করছে হেরোইনসহ অন্যান্য মাদক। তাদের হাত ব্যাগে হেরোইন ও গাঁজার পুরিয়া রেখে তারা বিক্রি করছে। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর এই সকল তরুণী হেরোইনসহ মাদক বেচাকেনায় বেশী তৎপর। অনেক ছাত্রী হেরোইনসহ মাদক বেচাকেনা করে মোটা অংকের টাকা আয় করে যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. কেএম সাইফুল ইসলাম খান ইত্তেফাককে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র-ছাত্রী মাদকাসক্ত হয়েছে: এমন কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে মাঝে মাঝে রাত ১০টার পরে কিছু বহিরাগত নারীকে ক্যাম্পাসে সিগারেট সেবন করতে দেখা যেত। তবে বর্তমানে প্রশাসন কঠোর অবস্থানে থাকার কারণে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। কোন ছাত্রী মাদকাসক্ত থাকলে অবশ্যই কাউন্সিলিং ব্যবস্থা করা হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএর সামনে, চারুকলা ইনস্টিটিউটের সামনে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ, শহীদ মিনার ও মুহসিন হলের মাঠে প্রায় ছেলে-মেয়েরা সিগারেট সেবন করছে।

সম্প্রতি প্রেসক্লাবের সামনে থেকে রোকেয়া হলের এক ছাত্রীকে মাদকাসক্ত অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঐ ছাত্রী ইয়াবা সেবন করত বলে তার বান্ধবীরা জানান। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের নারী মাদকসেবীদের বড় একটি অংশ বহিরাগত। এছাড়াও বুয়েট, ইডেন, বদরুন্নেছা মহিলা কলেজের ছাত্রীরা কমবেশি মাদকের ছোবলে আটকা পড়েছে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আশপাশে সন্ধ্যার পর থেকে হেরোইন, ফেনসিডিল, প্যাথেডিন ইনজেকশনসহ মাদক প্রকাশ্যে বেচাকেনা ও সেবন চলছে বলে কয়েকজন চিকিৎসক জানান, পুলিশের সামনে মাদক বেচাকেনা ও সেবন চলছে। এক শ্রেণীর মেডিক্যাল ছাত্রসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের ঐ সকল মাদক ব্যবসায়ীর নিকট থেকে মাদক ক্রয় করতে দেখেন বলে চিকিৎসকরা জানান। চানখারপুল যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের আশপাশে ব্যাপক হারে সন্ধ্যার পর মাদক বেচাকেনা ও সেবন চলে। কয়েকজন ব্যবসায়ী জানান, এই স্থানে প্রতিদিন লাখ লাখ টাকার মাদক প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে। সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলে মাদক সেবনের আড্ডা। বছরের পর বছর এই এলাকায় মাদকের এই করুণ অবস্থা দেখার কেউ নেই বলে ব্যবসায়ীরা জানান।

সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল ও হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসে এবং আশেপাশে সন্ধ্যার পর বসে মাদকের আড্ডা। ভোর পর্যন্ত সেবন চলে বলে কয়েকজন চিকিৎসক ও কর্মচারী জানান। সেবনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী। তাদের অনেককে তারা চিনেন বলে উক্ত চিকিৎসক-কর্মচারীরা জানান। বোরকা পরিহিত মহিলা ও তরুণী এই সকল স্পটে মাদক বেচাকেনা করে। তাদের অনেকে রোগীর আত্মীয়-স্বজন সেজে মাদক বেচাকেনা করে আসছে বলে জানা যায়। হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. এ কে এম মুহিবুল্লাহ বলেন, র‌্যাব ইতিপূর্বে অত্র এলাকায় অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজন ছাত্র ও মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছিল। এরপর এই এলাকায় মাদক বেচাকেনা বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে আবার শুরু হয়েছে। এই ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন বলে তিনি জানান।

গুলশান ও বনানী এলাকার কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে চলছে মাদক বেচাকেনা ও সেবন বলে এলাকাবাসী জানান। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের মেট্রো উপাঞ্চলের শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, পুরিয়া হিসাবে হেরোইন ও গাঁজা তরুণীরা কিংবা ছাত্রীরা হাতব্যাগে করে এমনভাবে বিক্রি করে যা সহজে ধরা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চত্বরে কিংবা আশেপাশে এই কায়দায় মাদক বেচাকেনার বিষয়টি তারা অবগত। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে এই মাদক ব্যবসায়ীদের ধর-পাকড় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।